মেহেরপুরে ভয় আছে, কিন্তু ঘটনা নেই

২০১৪ সালের নির্বাচনে মেহেরপুরে ভোটের আগে উত্তেজনা ছিল, তবে তা সীমিত পর্যায়ে। ২০১৮ সালে সেই উত্তেজনা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভোটের আগেই নানা এলাকায় সংঘর্ষের গুজব, পোস্টার ছেঁড়া এবং শেষ মুহূর্তের টানটান পরিস্থিতি ভোটারদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখেই এবারের ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে দেখছেন মেহেরপুরের মানুষ।

এবারের চিত্র ভিন্ন। ভোটের আগে এখন পর্যন্ত কোনো বড় সহিংসতা নেই, প্রকাশ্য উত্তেজনাও চোখে পড়ে না। হামলা, বাড়ি-ঘর ভাংচুর, মিছিলকেন্দ্রিক সংঘাত- সবই প্রায় অনুপস্থিত। প্রশাসনের ভাষায় পরিস্থিতি ‘সম্পূর্ণ স্বাভাবিক’। কিন্তু মেহেরপুর ও গাংনীর অতীতের দুই নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তুলনা করলে এই স্বাভাবিকতাই প্রশ্ন তৈরি করছে।

২০১৪ ও ২০১৮ সালে ভোটের আগে যেসব এলাকায় প্রকাশ্য উত্তেজনা ছিল, সেসব এলাকাতেই এবার ভোটারদের মধ্যে চাপা উদ্বেগ বেশি। বিশেষ করে নারী ও বয়স্ক ভোটাররা বলছেন, আগের নির্বাচনে শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের মন থেকে যাচ্ছে না। এক ভোটারের ভাষায়, আগে গোলমালটা দেখা যেত, এবার দেখা যাচ্ছে না- এইটাই বেশি ভয়।

২০১৮ সালের নির্বাচনে অনেক প্রার্থী শেষ দিকে প্রকাশ্য প্রচারণা কমিয়ে দিয়েছিলেন নিরাপত্তা শঙ্কায়। এবারের নির্বাচনে একই আচরণ দেখা যাচ্ছে, তবে আরও নীরবভাবে। কেউ প্রকাশ্যে অভিযোগ করছেন না, কিন্তু রাতের প্রচারণা সীমিত রাখা, চলাচলের রুট বদলানো কিংবা নিজস্ব কর্মীদের দিয়ে পাহারা দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এটি দেখাচ্ছে- ঘটনা না থাকলেও সতর্কতা রয়েছে।

তিন নির্বাচনের সবচেয়ে বড় পার্থক্য এসেছে তথ্যপ্রবাহে। ২০১৪ সালে গুজব ছড়াত মুখে মুখে, ২০১৮ সালে মোবাইল ফোনে, আর এবারের নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হয়ে উঠেছে সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি। যদিও এখন পর্যন্ত বড় কোনো অনলাইন উসকানি প্রকাশ্যে আসেনি, তবুও প্রশাসন ও প্রার্থীদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে

অদৃশ্য সতর্কতা কাজ করছে।

সব মিলিয়ে তিন নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন সবচেয়ে শান্ত কাগজে-কলমে। কিন্তু এই শান্ত পরিবেশ অতীত অভিজ্ঞতার কারণে ভোটারদের পুরোপুরি নিশ্চিন্ত করতে পারছে না। মেহেরপুরে তাই এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সহিংসতা নয়, বরং ভয়হীন পরিবেশ নিশ্চিত করা। কারণ ইতিহাস বলছে, এখানে ভয় আগে আসে, ঘটনা পরে।

দামুড়হুদায় বিএনপির নির্বাচনী জনসভা ও গণমিছিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী, জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর নেতৃত্বে দামুড়হুদায় অনুষ্ঠিত হলো বিশাল নির্বাচনী জনসভা ও গণমিছিল।

হাজার হাজার নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

দুপুরের পর থেকেই দামুড়হুদা উপজেলা শহরে মিছিলের নগরিতে পরিণত হয়। দলীয় স্লোগান, ব্যানার-ফেস্টুন আর উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণ। চারদিক থেকে আসা মানুষের ঢলে পুরো দামুড়হুদা উপজেলা উৎসবমুখর পরিবেশে রূপ নেয়। স্থানীয়দের মতে, অতীতে কখনোই দামুড়হুদায় এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম দেখা যায়নি।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, এই জনসমুদ্র প্রমাণ করে দামুড়হুদার মানুষ পরিবর্তন চায়, গণতন্ত্র চায়, ভোটের অধিকার ফিরে পেতে চায়। দেশের মানুষ আজ দমন-পীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। ইনশাআল্লাহ, জনগণের শক্তিতেই বিজয় অর্জিত হবে। তিনি আরও বলেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের

ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জনগণের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়েই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে সবার আগে নারীর ক্ষমতা ও অধিকার নিশ্চিতে কাজ করা হবে। জামায়াতে ইসলাম নারীর যে অধিকারের কথা বলছে তা একদম ভুয়া, কারণ জামায়াত এই নির্বাচনে ৩০০ আসনের একটিতেও নারী নেতৃত্ব দেয়নি এবং কেন্দ্রীয় ভাবে নারী নেতৃত্বে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এই নির্বাচনে যার ভোট সে নিজে প্রয়োগ করবে, তাই তিনি বলেন এই জনসমাবেশ থেকে সবাই বাড়ি গিয়ে নিজের মা-বোন নিজের পরিবারের ভোটগুলো আগে নিশ্চিত করতে হবে। কেউ যেন ভুল বুঝিয়ে জান্নাতের টিকিট দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

জনসভা ও গণমিছিলে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাজী মোজাম্মেল হক এর ছেলে মিথুন সহ যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত এ জনসভা ও গণমিছিল ঘিরে পুরো এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। নেতাকর্মীদের মাঝে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নির্বাচনী প্রস্তুতির দৃঢ় প্রত্যয়।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপি’র মনোনিত প্রার্থী আমজাদ হোসেনের পক্ষে গাঁড়াবাড়ীয়া ২ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র উদ্যোগে নির্বাচনী প্রচারণা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া বাজারে নির্বাচনী প্রচারণা করা হয়।

নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের

সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান। বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজা, বিএনপি নেতা খায়রুজ্জামান বাবু, মোফাজ্জেদ হোসেন, বশির আহমেদ, শাহিন আলম, লোকমান হোসেন, মহিরুল ইসলাম, বিশারত আলি, হাফিজুল ইসলাম, দ্বীন ইসলাম, শরীফ হোসেন, আরজান আলি, ইলিয়াস হোসেন, জিয়ারত আলী, কুদ্দুস আলী, মোফাজ্জল হোসেন, বিল্লাল হোসেন, ফিরোজ হোসেন, আব্দুল মতিন, তাজিম আলী।

আরো উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দর্শনায় ধানের শীষের পক্ষে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দর্শনা পরাণপুর গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টায় বিএনপি নেতা সরোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নারী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ধানের শীষের প্রার্থী বিজিএমইএ এর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর শ্যালোক শফিকুল ইসলাম সোহেল।

তিনি তার বক্তব্যে বলেন, আপনাদের সবাইকে বলছি বাবু খান যদি ভাল লোক হয়। তবে তাকে একটা ধানের শীষে ভোট দেবেন। বাবু খান একজন স্বাবলম্বী ব্যবসায়ী। উনি কারো অনুদানের অপেক্ষা করেন না। উনি নিজে আপনাদের একটি হাসপাতাল আরো আনুসাংঙ্গিক যা লাগবে তিনি করে দেবেন। তার নিজের টাকায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করে দেবে। খেলার দায়িত্ব আমি নিয়েছি।

আমি বিভিন্ন স্থানে ক্লাব করে দেবো। আপনাদের ছেলে মেয়েদের খেলার সরমজান আমার কাছ থেকে পাবে। আপনারা বাড়ি ফিরে গিয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবেন বাবু খান একজন সাদা মনের ভাল মানুষ। সবাই তার ধানের শীষে একটি করে ভোট দিতে বলবেন।

এ নারী সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ও সমন্বয়ক কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট,

পরানপুর একতা ক্লাবের সভাপতি ইন্তাজুল ইসলাম, একতা ক্লাবের উপদেষ্টা জাকির হোসেন, বকুল মালিতা, মিলন জোয়ার্দ্দার প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, হাবিবুর রহমান হাবু।

দুধ কলা খেয়ে বড় হয়ে এখন কাল সাপের মত আচরণ -জয়ন্ত কুমার কুন্ডু

স্বাধীনতার পর একটি দল আমাদের সঙ্গে থেকে দুধ কলা খেয়ে বড় হয়ে এখন কাল সাপের মত আচরণ করছেন। গতকাল রবিবার বিকেলে কোটচাঁদপুর হাইস্কুল মাঠে ঝিনাইদহ-৩ আসনের নির্বাচনী জনসভায় এ কথা বলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএনপি’র খুলনা বিভাগের সহ-সাংগাঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

তিনি বলেন, ওই দলটি কখনও আমাদের সঙ্গে কখনও পতিত আওয়ামীলীগের সঙ্গে কখনও জলে জঙ্গলে থেকে গুপ্ত রাজনীতি করেছেন। এখন তারা কথায় কথায় বলেন, বিএনপি চাঁদাবাজি করে। বিএনপি দখলবাজি করে। আর তাদের ভাবটা এমন, ঠাকুর ঘরে কেরে,আমি কলা খায়নি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি সাবেক অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মহেশপুর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মেহেদী হাসান (রনি), কেন্দ্রীয় বিএনপি’র তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কে এম আমিরুজ্জামান খান শিমুল, কেন্দ্রীয় জাসাসের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মনির খান, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মিঠুন কুমার দাস।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় কৃষক দলের নেতা ইঞ্জিনিয়ার মমিনুর রহমান (মমিন), উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ও সাবেক উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, যুব দলের সদস্য সচিব মাহফুজুল আলম মামুন, পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার বাধন রাজবীর (নিশু)। তারা বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীর্ষ

প্রতিককে বিজয়ী করতে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। রুখে দিতে দেশ বিরোধী অপশক্তিকে।

সভা উপলক্ষে এ দিন দুপুর থেকে কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর সভার ওয়ার্ড থেকে মিছিল সহকারে কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে জড়ো হতে থাকে। সভা শেষে বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে বিশাল মিছিল বের হয়। এরপর মিছিলটি শহরের বিশেষ বিশেষ সড়ক ঘুরে বাজার চত্বরে এসে শেষ হয়।

সভা সঞ্চালনা করেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনী জনসভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান এবং ভোটকেন্দ্র পাহারার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন। তিনি বলেন, ভোটাররা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সকালে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন এবং ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করে কেন্দ্র পাহারা দেবেন।

রোববার বিকেলে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য মাসুদ অরুন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, আনছারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা

বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সায়েদাতুন্নেছা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট প্রদান ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

চুয়াডাঙ্গার জয়রামপুরে বিএনপির নির্বাচনী মিছিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে ভোটের মাঠের চিত্র। নির্বাচনী প্রচারণায় ক্রমেই বাড়ছে সাধারণ মানুষের সরব অংশগ্রহণ।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রবিবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে এক বিশাল নির্বাচনী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আছরের নামাজের পর জয়রামপুর স্টেশন এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে গ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে কৃষক, দিনমজুর, শ্রমজীবী মানুষ, যুবক, বৃদ্ধসহ সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। মিছিলজুড়ে ছিল সুশৃঙ্খল উপস্থিতি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।

স্থানীয়দের মতে, নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বাড়ছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা। ফলে পুরো আসনজুড়ে তৈরি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশ।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তমসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী বলেন, আমরা এখন নির্বাচনী প্রচারণার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। মানুষ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিতে চায়, নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে চায়। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করছে।

তিনি আরও বলেন, ভোটারদের কাছে আমাদের মূল প্রত্যাশা হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। জনগণ যাকে যোগ্য মনে করবে, তাকেই ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করবে, এই প্রত্যাশাই করি। আপনারা জানেন যে, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে অন্য যে-কোন দলের প্রার্থীর চেয়ে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু সবার সেরা। তিনি নির্বাচিত হলে এই অঞ্চলের আমুল পরিবর্তন ঘটবে।

স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের মতে, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে এবারের নির্বাচনী প্রচারণা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি প্রাণবন্ত। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে মাঠের বাস্তবতায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে।সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগমুহূর্তে পুরো এলাকায় বাড়ছে রাজনৈতিক তৎপরতা, আলোচনায় ভোটের হিসাব-নিকাশ, আর সাধারণ মানুষের সক্রিয় উপস্থিতি যা নির্বাচনী পরিবেশকে আরও গতিশীল করে তুলছে।

মেহেরপুরের ৩নং ওয়ার্ডে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারনা

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারনা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডে মেহেরপুর-১ আসনের আজ রবিবার সকালে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষে ভোট চেয়ে নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচিতে বিএনপি নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন,

সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে নাসির উদ্দীন, সাইদ হাসান জনি, মৃদুলসহ ৩নং ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা চান মেহেরপুরের ভোটাররা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ৪ দিন। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ভোটারদের মাঝে উৎসব-উদ্দীপনা বাড়ছে; একই সঙ্গে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও বিরাজ করছে। অপরদিকে, শেষ সময়ের প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন প্রার্থী ও তাঁদের অনুসারীরা।

প্রার্থীদের কাছে সাধারণ ভোটারদের প্রত্যাশা—তাঁরা যেন কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন। ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে প্রার্থীরাও দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।

মেহেরপুরের দুটি আসনের বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ কৃষক, গৃহিণী ও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে জনকল্যাণে কাজ করার প্রত্যাশাও সাধারণ ভোটারদের।

এদিকে, নির্বাচনের আগে মেহেরপুরের মুজিবনগর ও গাংনী এলাকায় গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি ককটেল ও বোমা উদ্ধার, যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার এবং আঞ্চলিক সড়কগুলোতে ছিনতাই ও চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের আওতাধীন উজুলপুর গ্রামের কৃষক রশিদ আলী বলেন,

‘সরকার আসে সরকার যায়, আমাদের কোনো আয়-উন্নতি নেই। আমরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফসল ফলাই। কিন্তু বেচতে গেলে দাম পাই না। নতুন সরকারের কাছে দাবি জানাই, তারা যাতে আমাদের ফসলের ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা করে দেয়।’

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার ভোটার ইমদাদুল হক বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রাস্তাঘাটে ছিনতাই-চাঁদাবাজি না হয়—এমনটাই প্রত্যাশা করি।’

মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের আওতাধীন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের গৃহবধূ জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘আমরা গাংনী উপজেলার বাসিন্দা হলেও জেলা শহরের সাথে আমাদের যাতায়াত বেশি। কিন্তু কাজ থাকলেও সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে ফিরতে হয়। সন্ধ্যা নামলেই মনে ছিনতাই ও ডাকাতির ভয় কাজ করে। যিনি আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন, তাকেই ভোট দেব।’

জানা গেছে, মেহেরপুর পৌরসভা, সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন। এ আসনে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন ভোটার। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৯০, নারী ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮২ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩ জন। ১৯৯০ পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে এ আসনটিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমানতালে জয়লাভ করেছে। এবার এ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে মূল লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। বিএনপি থেকে মাসুদ অরুণ এবং জামায়াত থেকে তাজ উদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাকিরা হলেন সিপিবি-র অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ।

মাঠের বাস্তবতায় এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীর মধ্যেই। অতীতে জামায়াতের এ আসনে প্রায় ৩০ হাজার ভোটব্যাংক ছিল, যা বর্তমানে আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুরুতে বিএনপির ভেতরে কিছুটা কোন্দল থাকলেও এখন নেতাকর্মীরা একতাবদ্ধ। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে মাসুদ অরুণ এগিয়ে থাকলেও প্রচার-প্রচারণায় জামায়াতও বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ভোটার ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন। এখানে প্রার্থী তিনজন, তারা হলেন-বিএনপির আমজাদ হোসেন, জামায়াতের নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকী। এখানেও

লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। ৯১ পরবর্তি এখানেও কখনো আওয়ামী লীগ কখনও বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

কামরুল ইসলাম নামের এক বিএনপি সমর্থক বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন মনোনয়ন না পাওয়ায় দলীয় কোন্দল এখনো রয়ে গেছে। মিল্টন কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিলেও আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা তাঁদের সেভাবে মূল্যায়ন করছেন না। ফলে অনেক কর্মী হয়তো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন, যা আসনটি ধরে রাখা মুশকিল করে তুলবে।’

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর গণসংযোগ

আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু ব্যাপক গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার সন্ধ্যা রাতে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামে এক বিশাল গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় স্থানীয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাধারণ ভোটার উপস্থিত ছিলেন।

গণসংযোগকালে মাহমুদ হাসান খান বাবু এলাকার ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন, তাদের সুখ-দুঃখ, সমস্যা ও প্রত্যাশার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং খোঁজখবর নেন। তিনি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, এই আসনের মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থনই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। নির্বাচিত হলে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবো।”এ সময় তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রার্থনা

করে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

নির্বাচনে এগিয়ে থাকতে তিনি ইতোমধ্যে উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও গ্রামে পাড়া-মহল্লায় নিয়মিত গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি কর্মসূচিতেই সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া ও অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা নির্বাচনী মাঠে তাঁর অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করছে। এসময় ইউনিয়ন বিএনপি ও স্থানীয় বিএনপিসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।